“তোমরা আমার কাছে এই মর্মে বায়’আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সঙ্গে কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না,

উবাদা ইবনুস সামিত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও লায়লাতুল ’আকাবার একজন নকীব ছিলেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পার্শ্বে একদল সাহাবীর উপস্থিতিতে তিনি বলেছেন: “তোমরা আমার কাছে এই মর্মে বায়’আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সঙ্গে কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং নেক কাজে নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যে তা পূরণ করবে, তার বিনিময় আল্লাহ্র কাছে। আর
কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তবে তা হবে
তার জন্য কাফফারা। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং আল্লাহ তা অপ্রকাশিত রাখলে, তবে তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি যদি চান, তাকে মাফ করে দেবেন আর যদি চান, তাকে শাস্তি দেবেন। আমরা এর উপর বায়’আত গ্রহণ করলাম।” [সহীহ] [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

উবাদা ইবনে সামিত (রা.) বর্ণনা করেছেন, যিনি বদরের মহান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছিলেন এবং তিনি তার সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন যারা মিনায় আকাবার রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সাহায্য করার জন্য বাইয়াত নেওয়ার জন্য এসেছিলেন - যখন রাসূল (সা.) মক্কায় ছিলেন এবং মদিনায় হিজরত করার আগে - তিনি বলেন যে, নবীজি (সা.) তাঁর সাহাবীদের মধ্যে বসে ছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে কিছু বিষয়ে অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য বলেছিলেন: প্রথম: তারা আল্লাহর ইবাদতে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, তা যত সামান্যই হোক না কেন। দ্বিতীয়: তারা চুরি করবে না। তৃতীয়: তারা ব্যভিচারের মতো নিকৃষ্ট কাজ করবে না। চতুর্থ: তারা তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না; ছেলে সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে এবং মেয়ে সন্তানদের লজ্জার ভয়ে। পঞ্চম: তারা কোনো মিথ্যা অপবাদ রটাবে না যা তারা নিজেরাই নিজ হাত পায়ের মাঝে তৈরি করে, (এটি বলা হয়েছে) কেননা, বেশিরভাগ কাজ হাত ও পা দিয়ে করা হয়, যদিও অন্যান্য অঙ্গও অংশ নেয়। ষষ্ঠ: তারা নবীজি (সা.)- এর ভালো কাজের আদেশে অমান্য করবে না। যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকারে অটল থাকবে এবং তা মেনে চলবে, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে। আর যে ব্যক্তি উল্লিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে কোনো কিছু করবে - শিরক ছাড়া - এবং দুনিয়ায় তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে, তা তার জন্য কাফফারা এবং এর মাধ্যমে তার পাপ মোচন হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এর মধ্যে কোনো কিছু করে এবং আল্লাহ তা গোপন রাখেন, তবে তার বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; তিনি চাইলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন অথবা শাস্তি দিতে পারেন। উপস্থিত সকলেই এ বিষয়ে নবীজি (সা.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/66210